দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

006

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৭টি উপজেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার দুরবস্থা

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম), ৪ জুলাই (সংবাদদাতা)।— সম্প্রতি দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৭টি উপজেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার চরম দুরবস্থার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জানা যায় চন্দনাইশ, পটিয়া, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও বাঁশখালী উপজেলায় প্রায় অর্ধশতাধিক মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি দারুণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অধিকাংশ মাদ্রাসায় শিক্ষা সরঞ্জামাদি বলতে কিছুই নেই।

বিশেষ করে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিভাগ নিয়ে লেখাপড়া করতে অনীহা প্রকাশ করছে। ১৯৮৩ সালে সরকার কর্তৃক গুটিকয়েক মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও আজ পর্যন্ত এসব মাদ্রাসায় বিজ্ঞানাগার নির্মিত হয়নি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকার সরকারী যন্ত্রপাতি মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উল্লেখিত উপজেলাসমূহের বহু মাদ্রাসায় সুবিধামত খেলার মাঠ ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদি নেই। হোস্টেল ও এতিমখানায় অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করে থাকে। এতে অত্র অঞ্চলের ধর্মীয় শিক্ষার মান ও সুশিক্ষা থেকে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

এক নির্ভরযোগ্য তথ্য জানায়, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি মেধাভিত্তিক ও পিটিআই পাস শিক্ষক নিয়োগ না করে হাজার হাজার টাকার উৎকোচ দাবীতে উল্লেখিত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, অকৃতকার্য পদপ্রার্থীগণ ক্ষোভের সাথে জানান যে, অবৈধ উপায়ে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত নিয়োগ কমিটির মধ্যে দু'টি দল পদপ্রার্থীদের চ্যানেলভুক্ত ছিল। এর ফলে উৎকোচ গ্রহীতাদের উচ্চ দাবীতে দু'টি চ্যানেলের দালালদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হলে অনেকের উৎকোচ গ্রহণের রহস্য উদঘাটিত হয় এবং তাদের কোন কাজ হয়নি বিধায় উৎকোচদাতারা সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্নীতিবাজদের কাছ হতে টাকা আদায় করে নেয়।

এছাড়া আরেকটি সূত্রে উল্লেখ, উক্ত উপজেলা চেয়ারম্যান সিলেটস্থ বাসায় উৎকোচদাতা প্রার্থী ও উদীয়মান আত্মীয়-স্বজনরা অবৈধ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার পূর্বদিনগুলো তার বাসায় অবস্থান করেন। তার সাথে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির বোর্ডাররা পরিকল্পিতভাবে তার বাসভবন চেম্বারেই তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের কার্যসিদ্ধি করেন।

উল্লেখ, বিগত ২৯-৯-৮৬ ইং তারিখে জগন্নাথপুর উপজেলায় মোট ৭২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হলে ৯ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নেয়ার নির্দেশ থাকলেও ৬৪ জন দিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করে নিয়োগ প্রদান করা হয়।